(২) শ্রুত কোন বাক্যের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তা শ্রুতার্থাপত্তি। ধরা যাক, শোনা গেল 'জীবিত চৈত্য গৃহে নেই'। এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে—'চৈত্য জীবিত', এবং 'চৈত্য গৃহে নেই'। 'চৈত্য জীবিত' এবং 'চৈত্য গৃহে নেই'—এই দুটি বাক্য শুনে, চৈত্যের জীবিত থাকা ও গৃহে না থাকার মধ্যে অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যখন কল্পনা করা হয় 'চৈত্য বাইরে আছে', তখন চৈত্যের বাইরে থাকার যে জ্ঞান হয়, তা শ্রুতার্থাপত্তি। এখানে চৈত্যের 'গৃহে না থাকা' হচ্ছে উপপাদ্য এবং তার 'বাইরে থাকার কল্পনা' উপপাদক। উপপাদ্যের জ্ঞান (গৃহে না থাকা) হচ্ছে করণ (প্রমাণ) এবং উপপাদকের জ্ঞান (বাইরে থাকার) হল ফল (প্রমা)। জীবিত চৈত্য গৃহে না থাকলে তার বাইরে থাকাকে কল্পনা করতে হয়, অন্যথায় চৈত্যের জীবিতাবস্থা অনুপপন্ন হয়। 'গৃহে না থাকার' সঙ্গে 'চৈত্যের জীবতাবস্থা'র সঙ্গতিবিধান প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পারি যে, চৈত্য বাইরে আছে।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক অর্থাপত্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করলেও ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না। অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় অর্থাপত্তিকে প্রত্যক্ষের অথবা অনুমানের অথবা উপমানের অথবা শব্দ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বলেন। **মীমাংসক মতে, অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়।** উপরোক্ত উদাহরণে দেবদত্তের নৈশভোজনের সঙ্গে অথবা চৈত্যের বাইরে অবস্থানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয় না। **অর্থাপত্তি অনুমান থেকে স্বতন্ত্র।** অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান-নির্ভর, কিন্তু অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকে না। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে 'পীনত্ব ও নৈশভোজনের' মধ্যে অথবা জীবতাবস্থা ও 'বাইরে অবস্থানের' মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই। **অর্থাপত্তি উপমান-প্রমাণ থেকেও স্বতন্ত্র।** উপমান সাদৃশ্যজ্ঞান-নির্ভর, কিন্তু অর্থাপত্তি সাদৃশ্যজ্ঞান-নির্ভর নয়। অর্থাপত্তি শব্দজ্ঞানও নয়। 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌তে'—এই বাক্যে নৈশভোজনবোধক কোন শব্দ নেই, এবং বাক্যটি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যও নয়। এসব কারণে মীমাংসকগণ অর্থাপত্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন। মীমাংসক বলেন যে, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক জ্ঞানই অর্থাপত্তি-নির্ভর।

নৈয়ায়িক অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না। ন্যায় মতে, অর্থাপত্তি অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত। উপরোক্ত দেবদত্তের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অনুমানটির স্বপক্ষে অন্বয়ব্যাপ্তির উল্লেখ করা না গেলেও 'ব্যতিরেকব্যাপ্তির' উল্লেখ করে অনুমানটিকে এভাবে সাজানো যায়—

যারা রাত্রিকালে ভোজন করে না তারা দিনে আহার না করলে পীন (স্থূলকায়) হয় না, যেমন দিনে উপবাসী পীনতনু যোগী-পুরুষ।

পীন দেবদত্ত দিনে আহার করে না।

অতএব, পীন দেবদত্ত রাত্রিকালে আহার করে।

কাজেই, ন্যায় মতে, দেবদত্তের নৈশভোজন কল্পনারূপ জ্ঞান অনুমানের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে, অর্থাপত্তির প্রয়োজন হয় না। অর্থাপত্তি তাই স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়, তা অনুমানেরই প্রকারভেদ মাত্র।

১২.৭. অনুপলব্ধি প্রমাণ
(Anupalabdhi or Non-apprehension as a source of Knowledge)

ভাট্ট মীমাংসক সম্প্রদায় ও অদ্বৈতবেদান্তী অভাবকে পদার্থরূপে স্বীকার করেন এবং অভাবের জ্ঞানের জন্য 'অনুপলব্ধি' নামক এক প্রমাণের উল্লেখ করেন। অবশ্য প্রাভাকর মীমাংসক অভাব

পদার্থের অস্তিত্ব মানেন না এবং সেজন্য তাঁরা অভাবের জ্ঞানের জন্য অনুপলব্ধিকেও স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না। **ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় ভাট্ট মীমাংসকদের মতো অভাব পদার্থ স্বীকার করলেও** ন্যায়-বৈশেষিক অভাবের জ্ঞানের জন্য অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, অভাব পদার্থের জ্ঞান ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, আবার ক্ষেত্রবিশেষে অনুমানলব্ধ। অভাবের প্রতিযোগী (ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটের প্রতিযোগী ঘটাভাব) প্রত্যক্ষযোগ্য হলে অভাবের জ্ঞানটি হবে প্রত্যক্ষলব্ধ, আর অভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষযোগ্য না হলে অভাবের জ্ঞানটি হবে অনুমানলব্ধ।

ভাট্ট মীমাংসক অভাবকে পদার্থরূপে স্বীকার করলেও অভাবের জ্ঞানে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানকে প্রমাণ বলেন না। **ভাট্টমতে, যেহেতু অভাব ভাব-পদার্থ থেকে ভিন্ন, সেজন্য ভাব পদার্থ সমূহের গ্রাহক অপেক্ষা (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ-প্রমাণ অপেক্ষা) ভিন্ন প্রমাণের দ্বারাই অভাবকে জানা যাবে এবং সেই অতিরিক্ত প্রমাণটি হল 'অনুপলব্ধি।'** ভাব পদার্থের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয়, অভাব পদার্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় না। ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভাবের সঙ্গে সন্নিকর্ষ সম্ভব নয়। কাজেই অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। অভাব-জ্ঞান অনুমানজন্যও নয়। অনুমিতি পরামর্শজন্য, কিন্তু অভাবের জ্ঞানে পরামর্শ থাকে না। অভাবজ্ঞান পরামর্শ-নিরপেক্ষ। সাদৃশ্যজ্ঞান-নির্ভর না হওয়ায় অভাবের জ্ঞানকে 'উপমিতি' বলাও যাবে না। আবার, আপ্ত-বক্তার বাক্য-নির্ভর না হওয়ায় অভাবজ্ঞান শাব্দিকও নয়। এজন্যই ভাট্ট মীমাংসক অভাবজ্ঞানের গ্রাহক এক স্বতন্ত্র প্রমাণের উল্লেখ করেন এবং তা হল অনুপলব্ধি। ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞানে ভূতলের উপলব্ধি হলেও, ঘটের উপলব্ধি হয় না, ঘটের অনুপলব্ধি হয়। **ঘটের অনুপলব্ধি থেকেই ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়।**

তবে, ভাট্ট মীমাংসক বলেন, অনুপলব্ধি অভাবজ্ঞানের গ্রাহক হলেও, যে কোন অনুপলব্ধি অভাবজ্ঞান-গ্রাহক প্রমাণ নয়। **অনুপলব্ধিকে 'যোগ্য-অনুপলব্ধি' হতে হবে।** অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুপলব্ধির দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাবের জ্ঞান হয় না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের যোগ্য-অনুপলব্ধি হয় না। কোন স্থানে কোন পদার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি তার উপলব্ধি না হয় (যেমন—অণু-পরমাণু) তাহলে সেই অনুপলব্ধিকে 'যোগ্য অনুপলব্ধি' বলা যাবে না। অন্ধকার ঘরে ঘট থাকা সত্ত্বেও ঘটের অনুপলব্ধি হলে, সেই অনুপলব্ধি 'যোগ্য-অনুপলব্ধি' নয়। **অভাবের প্রতিযোগীর উপলব্ধির যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।** ঘটাভাবের প্রতিযোগী হচ্ছে ঘট। **যদি এমন হয় যে, প্রতিযোগী ঘট-প্রত্যক্ষের অনুকূল সব শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটের উপলব্ধি হয় না, তাহলেই সেই অনুপলব্ধিকে যোগ্যানুপলব্ধি' বলা যাবে।**

অভাবজ্ঞান সর্বদাই ঐ অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞানের অধীন। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট। প্রতিযোগী ঘটের জ্ঞান না থাকলে ঘটাভাবের জ্ঞানও হতে পারে না। অভাব ও তার প্রতিযোগীর মধ্যে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। যেখানে অভাব থাকে সেখানে প্রতিযোগী থাকে না, আবার যেখানে প্রতিযোগী থাকে সেখানে অভাব থাকে না। কাজেই, ভূতলে ঘটাভাব আছে কিনা তা নির্ণয় করতে হলে, ভূতলের ঐ অভাবের প্রতিযোগী ঘটকে আরোপ করে এভাবে বিচার করতে হবে—

'ভূতলে ঘট থাকলে তা ভূতলের মতো প্রত্যক্ষের বিষয় হবে (কেননা ঘট-প্রত্যক্ষের অনুকূল শর্তগুলি উপস্থিত আছে);

Philosophy (Hons)
Sem-II
CC-3
Indian Philosophy

ভিন্ন ভিন্ন হলেও 'ক' বর্ণটি অভিন্ন থাকে। মীমাংসক শব্দ কথাটিকে বর্ণাত্মক অর্থে প্রয়োগ করেন, ধ্বন্যাত্মক অর্থে নয়। ধ্বন্যাত্মক অর্থে শব্দ অনিত্য হলেও বর্ণাত্মক অর্থে শব্দ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ধ্বনি এবং ধ্বনি-প্রকাশক সংকেতলিপি সৃষ্ট এবং অনিত্য হলেও বর্ণ (বা বর্ণাত্মক শব্দ) অসৃষ্ট ও নিত্য। মীমাংসকগণ এই অর্থেই বৈদিক শব্দকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলেছেন।

বৈদিক শব্দের নিত্যতা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ আরও বলেন যে, শব্দ যেমন নিত্য ও অকৃত্রিম, শব্দের অর্থ (অর্থাৎ শব্দবোধিত বিষয়) এবং শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধও তেমনি নিত্য ও অকৃত্রিম (অর্থাৎ অসৃষ্ট)।

১২.৬. অর্থাপত্তি প্রমাণ

(Arthāpatti or Postulation as a source of Knowledge)

'অর্থাপত্তি' শব্দের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দের অর্থ 'বিষয়' অথবা 'বাস্তব বিষয়', আর 'আপত্তি' শব্দের অর্থ 'কল্পনা'। কোন বাস্তব বিষয় অথবা কোন বিষয়ের কল্পনাই হল 'অর্থাপত্তি'। কোন বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আপাত অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য যখন অন্য কোন বিষয় কল্পনা করা হয়, তখন সেই বিষয়-কল্পনাই হচ্ছে অর্থাপত্তি। দৃষ্ট অথবা শ্রুত যে বিষয়টি উপপন্ন হয় না, অসঙ্গতরূপে অনুভূত হওয়ায় ব্যাখ্যাত হয় না, তাকে বলে 'উপপাদ্য', আর যে বিষয়টির কল্পনা ব্যতীত ঐ অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলে 'উপপাদক'। অর্থাপত্তির করণ (প্রমাণ) হচ্ছে উপপাদ্যের জ্ঞান, আর ফল (প্রমা) হচ্ছে উপপাদকের জ্ঞান। তাহলে ভিন্নভাবে বলা যায়—অন্যকোন ভাবে যখন কোন বিষয়ের উপপাদন (ব্যাখ্যা) সম্ভব হয় না, তখন সেই অসঙ্গতি বা অনুপপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয়, তাকেই বলে 'অর্থাপত্তি'। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল ঃ

'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌তে' অর্থাৎ 'স্থূলকায় (পীন) দেবদত্ত দিনে আহার করে না।' এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে—'দেবদত্ত স্থূলকায়', এবং 'দেবদত্ত দিনে আহার করে না'। এখানে দৃষ্ট পীনত্বের সঙ্গে দিনে আহার না করা অর্থাৎ উপবাসে থাকা (উপবাসী থাকলে সাধারণত কেউ পীন হয় না) অনুপপন্ন বা অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায়, সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য দেবদত্তের নৈশভোজন কল্পনা করতে হয়। এখানে নৈশভোজন কল্পনাই হচ্ছে অর্থাপত্তি। নৈশভোজন কল্পনারূপ অর্থাপত্তির সাহায্যেই দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের ব্যাখ্যা হয়। উপপাদ্যের জ্ঞান (পীনত্বের জ্ঞান) হল করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান (নৈশভোজনের জ্ঞান) হল ফল। তবে, 'অর্থাপত্তি' শব্দটির দ্বারা ফল (প্রমা) এবং করণ (প্রমাণ) উভয়কেই বোঝান হয়। 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি যেমন, প্রমা (ফল) এবং প্রমাণ (করণ) উভয়কেই বোঝায়, 'অর্থাপত্তি' শব্দটির দ্বারাও তেমনি প্রমা এবং প্রমাণ উভয়কেই বোঝান হয়।

অর্থাপত্তি দুই প্রকার হতে পারে। যথা

(১) দৃষ্টার্থাপত্তি ও

(২) শ্রুতার্থাপত্তি

(১) দৃষ্ট কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তাকে বলে দৃষ্টার্থাপত্তি'। উপরোক্ত 'দেবদত্তের' দৃষ্টান্তটি দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ। যে দেবদত্ত দিনে আহার করে না তাকে স্থূলকায় প্রত্যক্ষ করে (দৃষ্ট) তার নৈশভোজন কল্পনা করা হয়েছে।

ধ্বনিত বা উচ্চারিত হতে পারে, আবার নানা সংকেত লিপির মাধ্যমে লিখিত হতে পারে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে বর্ণ বা শব্দটি নিরবয়বীরূপে অভিন্ন হয়েই থাকে। যেমন 'ক' বর্ণটি নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে উচ্চারিত হয়। 'কৃষ্ণ', 'কষ্ট', 'কেশব', 'কুণ্ঠা' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক-বর্ণ প্রকাশক 'ধ্বনি

হবে না কেন ? তাহ'লে বলতে হয়, পদ যেমন শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হয়, সেইরূপে পদ শুদ্ধ অন্বয়াংশেরও অভিধায়ক হবে। কারণ, শুদ্ধ পদার্থ ও সংসর্গ - এই উভয়েই পদের সঙ্কেত গৃহীত হ'য়ে থাকে। আর যদি অন্বয়াংশে পদের সঙ্কেত গৃহীত না হ'য়ে থাকে, তবে শুদ্ধ পদার্থ অভিধানের পরেও পদ অন্বয়ের অভিধায়ক হ'তে পারবে না। আরও কথা, এইভাবে, সকৃদ্-প্রযুক্ত শব্দ দুইবার অর্থের অভিধায়ক হয় না - এই নিয়ম অন্বিতাভিধানবাদে রক্ষিত হয় না।

অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, উল্লিখিত আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রত্যেক পদ দুইবার পদার্থের অভিধায়ক হয় - এ-কথা তাঁরা বলেন না। প্রত্যেক পদ প্রথমত শুদ্ধ পদার্থের স্মারক হ'য়ে থাকে, কিন্তু অভিধায়ক হয় না। পদ অসংসৃষ্ট পদার্থের স্মারক, কিন্তু সংসৃষ্ট পদার্থের অভিধায়ক। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদে এক একটি পদ দুইবার অর্থের অভিধান করে - এই আপত্তি অন্বিতাভিধানবাদীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হ'তে পারে না।

অনেকে মনে করতেন যে নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাদী এবং অন্বিতাভিধানবাদবিরোধী। কিন্তু একথা সত্য নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট এই দুটি মতই অসন্তোষজনক বলে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর মতে অভিধাত্রী শক্তি থেকে ভিন্ন তাৎপর্যশক্তি অবধারণ করতে না পেরেই প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ অন্বিতাভিধানদের অবতারণা করেছেন। জয়ন্ত মনে করেন, অন্বিতাভিধানবাদে শুদ্ধ পদার্থে অভিধাত্রী শক্তি এবং অন্বয়াংশে তাৎপর্যশক্তি স্বীকৃত না হওয়ায় মতবাদটি অত্যন্ত অসঙ্গত।

জয়ন্তের মতে অভিহিতান্বয়বাদও সঙ্গত নয়। লৌহশলাকার মত শুদ্ধ পদার্থগুলি অসংসৃষ্টভাবে পদ দ্বারা উপস্থাপিত হ'লে তাদের পরস্পর অন্বয় হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না - যদি পদার্থের পরস্পর অন্বয়ে পদের ব্যাপার হিশাবে তাৎপর্যশক্তি স্বীকার না করা হয়। নৈয়ায়িকগণ অবশ্য তাৎপর্যশক্তি স্বীকার করেন, তাই তাঁদের মতে অন্বয়বোধ হ'তে কোন বাধা নেই। তাৎপর্যশক্তিস্বীকার এবং ক্রিয়ান্বিত বা ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান অস্বীকার - এই দুইটি বিষয়ই নৈয়ায়িককে অভিহিতান্বয়বাদী বলে পরিচিত করিয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িক যে অভিহিতান্বয়বাদী নন তার প্রমাণ হ'ল উদয়নের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ পূর্বপক্ষরূপে বিচারিত হ'য়েছে - সিদ্ধান্তরূপে নয়।

বিশ্বনাথের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে শক্তিগ্রহোপায় ব্যবহারের প্রসঙ্গে অন্বিতাবিধানবাদকে পূর্বপক্ষ হিশাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হিশাবে অভিহিতান্বয়বাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। বলা হ'য়েছে ঘট প্রভৃতি শব্দের প্রথমত, কার্যান্বিত ঘটত্ব প্রভৃতি পদার্থে শক্তি নিশ্চয় হ'লেও পরে লাঘববশত অর্থাৎ কার্যান্বিত ঘটত্ব প্রভৃতির অপেক্ষায় কেবল

ঘটত্ব শক্যতাবচ্ছেদক লঘু হয় বলে কার্যান্বিত ঘটত্বে শক্তিজ্ঞান পরিত্যাগ করা উচিত।

আরও কথা, অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকরের মতে পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থবোধক বাক্যে সম্ভব নয়। ভাট্ট-মীমাংসকগণ, নৈয়ায়িকগণ এ বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের মতে সিদ্ধ অর্থেও পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি গৃহীত হ'তে পারে। সিদ্ধার্থবোধক বাক্য হ'ল বিধি-অসহকৃত বাক্য। যেমন, "চৈত্র ! পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিনী।" - প্রভৃতি বাক্যে চৈত্রের মুখবিকাশ ও মুখমালিন্য দ্বারা ঐ সংবাদের বাহকের সহিত উপস্থিত বালক চৈত্রের সুখ ও দুঃখ অনুমান ক'রে শেষবৎ অনুমানের দ্বারা শাব্দবোধকে সেই সুখ-দুঃখের করণরূপে নির্ণয় করে এবং বাক্যটিকে সেই শাব্দবোধের হেতুরূপে নিশ্চয় করে। সুতরাং ব্যভিচারবশত অর্থাৎ আলোচ্যস্থলে কার্যের দ্বারা অনন্বিত পুত্র প্রভৃতি পদার্থের বোধ হওয়ায় পদের দ্বারা কার্যান্বিত পদার্থেরই বোধ হয় - এই নিয়ম ব্যাভিচারী হয় বলে সিদ্ধার্থবোধক বাক্যের পদের কার্যান্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার করা যায় না। আলোচ্য বাক্যস্থলে "তং পশ্য" প্রভৃতি কোন শব্দ অধ্যাহৃতও হয় না। আবার "চৈত্র। পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ"- প্রভৃতিস্থলে ঐরূপ অধ্যাহার সম্ভবও নয়। মুক্তাবলীকারের মতে ইতরান্বিত ঘটেও 'ঘট' পদের শক্তি স্বীকার না ক'রে লাঘববশত 'ঘট' পদের ঘটমাত্রেই শক্তি স্বীকার করা উচিত। এইভাবে মুক্তাবলীকার কার্যান্বিত স্বার্থাভিধান ও ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান - দুইপ্রকার অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করেছেন। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদসম্মত কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন নি। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ অন্বিতাভিধানবাদী বা অভিহিতান্বয়বাদী নন। নৈয়ায়িকগণ এই দুটি পক্ষ থেকে অতিরিক্ত একটি তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করেছেন - তা অন্বিতাভিধান বাদও নয়, অভিহিতান্বয়বাদও নয়। অনেকে মনে করেন, বাক্যার্থের জ্ঞান-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ অনন্বিতাভিধানবাদী ছিলেন।

ইতরান্বিতাভিধান বা কার্যান্বিতাভিধান - যেভাবেই হোক না কেন - অন্বিতাভিধানবাদের
মর্থকজ্ঞান বলেন, ব্যুৎপত্তি ব্যতীত কোন শব্দই অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। আর ব্যুৎপত্তি
ৃহীত হয় বৃদ্ধব্যবহার অনুসারে। বৃদ্ধব্যবহার আমাদের গোচর হয়, পদরূপে নয়। কারণ
কবল পদের প্রয়োগই হয় না। প্রাচীনেরা বাক্যের লক্ষণ করেছেন - 'সংহত্যার্থম্ অভিদধতি
দানি বাক্যম্' অথবা 'একার্থঃ পদসমূহ বাক্যম্'। এই উভয় লক্ষণেই পদসমূহের বাক্যত্ব
ীকার করা হ'য়েছে, একটিমাত্র পদের বাক্যত্ব স্বীকার করা হয়নি। কখনো কখনো যে 'পচতি'
প্রভৃতি একটিমাত্র পদ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও ঐ পদ কর্তা, কর্ম প্রভৃতির সহিত
ন্বিত হ'য়েই অর্থ প্রতিপাদন করে। এইভাবে যখন 'রাম', 'বৃক্ষ', 'নদী' প্রভৃতি যে কোন
একটি পদ উচ্চারিত হয়, তখন 'আছে', 'হয়' 'বহে' - প্রভৃতি কোন না কোন ক্রিয়া-পদার্থের
হিত ঐ সকল পদের অবশ্যই অন্বয় থাকে।

অন্বিতাবিধানবাদে বলা হয় যে বাক্যাঙ্গ এক একটি পদ বাক্যার্থের প্রতিপাদনে দুটি
র্য করে - একটি স্বীকার্য, অপরটি সংঘাতকার্য। পদ স্বীকার্য হিশাবে তার নিজের অর্থ প্রতিপাদন
করে, সংঘাতকার্য হিশাবে বাক্যার্থ প্রতিপাদন করে। সংঘাতকার্যবিহীন কেবল পদের ব্যবহারই
ম্ভব নয়। তাই অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকার করতে হয়। 'আঙ্গুল্যগ্রে করিশতকম্' প্রভৃতি
াক্যে 'অঙ্গুল্যগ্র' প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্যার্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এইসকল স্থলেও অন্বিতাভিধানই
বাক্যার্থ প্রতিপাদন করে।

অন্বিতাভিধানবাদী বলেন— যেমন শিবিকাবহনে দুই, চার অথবা আট জন লোক
একসঙ্গে কাজ করে - যেমন তিনটি শিলা বা খুঁটির উপর পাকপাত্র বসিয়ে রান্না করার সময়
তিনটি শিলা বা খুঁটিই একসঙ্গে কাজ করে, বাক্যস্থিত পদসমূহও তেমনই একসঙ্গে মিলিত
অর্থের জ্ঞান দেয়। বাক্যার্থ প্রতিপাদনে পদসমূহের পৃথক পৃথক অর্থ প্রতিপাদনের কোন
উপযোগিতা নেই।

প্রশ্ন ওঠে : বাক্যার্থ প্রতিপাদনে যদি পদের সংঘাতকার্য স্বীকার করতে হয়, তবে
'সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি' — এই প্রতিষ্ঠিত ন্যায় লঙ্ঘন করা হবে। কোন পদ
একবার নিজের অর্থ প্রতিপাদন করলে (স্বকার্য হিশাবে) সে তো পুনরায় অর্থ প্রতিপাদনে
(সংঘাত-কার্য হিশাবে) করতে পারবে না। এই প্রশ্নের সমাধানে অন্বিতাভিধানবাদীর পক্ষ
থেকে বলা হয় যে, কোন পদ একবার নিজের অর্থ প্রতিপাদন করার পর পুনরায় সেই স্বার্থ
অর্থাৎ নিজের অর্থ প্রতিপাদনে অসমর্থ থাকে, কিন্তু সংঘাতার্থ বা বাক্যার্থ প্রতিপাদনে অসমর্থ
থাকে না। 'দেবদত্ত গোরুকে আনে' বললে, প্রথমত কর্তৃবিভক্তিযুক্ত দেবদত্ত পদের জ্ঞান হয়।
তারপর কর্মবিভক্তিযুক্ত 'গোরুকে' - এই পদের অর্থজ্ঞান হওয়ার সময় 'দেবদত্ত' পদের আর
জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। তারপর 'আনে' - এই ক্রিয়াপদের
অর্থবোধ হ'য়ে পূর্বোচ্চারিত পদ দুইটির স্মৃতির সহিত পদসমুদায়ের যে অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়,

তা-ই বাক্যটির অর্থ হয়।

অন্বিতাভিধানবাদীর বিরোধী পক্ষ হ'লেন অভিহিতান্বয়বাদী। অভিহিতান্বয়বাদীগণ নানা যুক্তিতে অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করেন।

অন্বিতাভিধানবাদী কার্যান্বিত-স্বার্থাভিধানের কথা বলেন। কিন্তু কার্যান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা অন্বিতার্থ বিষয়ক জ্ঞান লঘু। সুতরাং সেই জ্ঞানই শক্য। ফলে বলতে হয়, কার্যতান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব পদের শক্যতাববচ্ছেদক নয়। অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্বই শক্যতাবচ্ছেদক। যেহেতু তা লঘুভূত ধর্ম।

যদিও একদিক থেকে অন্বিতাভিধান বা ইতরন্বিতাভিধান কার্যান্বিতাভিধানেরই অন্তর্ভুক্ত, তবু অভিহিতান্বয়বাদীর আপত্তির উত্তরে কোন কোন অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, লঘুভূত ও গুরুভূত ধর্মদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতি থাকলে লাঘব-গৌরব প্রতিসন্ধান হ'তে পারে। কিন্তু কার্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান থেকে অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন। বৃদ্ধ ব্যবহারস্থলে অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের অনুমিতি বালকের হয় না। কার্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতির সময় অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতিই নেই। সুতরাং প্রদর্শিত জ্ঞান দুইটির যুগপৎ উপস্থিতি নেই বলে গুরুত্ব প্রতিসন্ধান বাধক ও লঘুত্ব প্রতিসন্ধান অনুকূল হ'তে পারে না।

অভিহিতান্বয়বাদী আপত্তিকরেন যে, অন্বিতাভিধানবাদীর মতে পদ যোগ্য পদার্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হ'য়ে থাকে। গোরু - পদ স্বার্থের সহিত অন্বয়যোগ্য ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসে। যেমন, 'গোরুটিকে আন' - এই বাক্যে 'আন' পদ গোরুত্বের সহিত অন্বিত আনয়নের অভিধান করলে - 'গোরু' পদ আনয়নান্বিত গোরুত্বের অভিধান করবে। আবার 'গোরু' পদ দ্বারা আনয়ান্বিত গোরুত্ব অভিহিত হ'লে 'আন' পদ গোরুত্বের সহিত অন্বিত আনয়নের অভিধায়ক হবে। এইভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসবে।

উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, এভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসে না। কারণ, প্রথমত বাক্যের ঘটক পদগুলি অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হয়। পরে পরম্পরান্বিত রূপে সেই পদার্থগুলিরই অভিধায়ক পদসমূহ হ'য়ে থাকে। পদ প্রথমত অনন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হ'য়ে পরে অন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হয়। অন্বিতরূপে পদার্থের জ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞান।

তবুও আপত্তি থাকে। উল্লিখিতভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের বারণ হ'লেও একথা কি স্বীকার করা যাবে যে একটি পদ দুইবার স্বার্থের অভিধান করে ? এতে কোন প্রমাণ নেই। বক্তব্য এই যে প্রত্যেকটি পদ যেমন প্রথমত অসংসৃষ্ট শুদ্ধ স্বার্থের অভিধায়ক হয়, সেইরূপ অন্বয়াংশের অভিধায়ক হবে কিনা ? অর্থাৎ শুদ্ধ অন্বয়াংশও প্রথমত পদদ্বারা অভিহিত হবে কিনা ? যদি অন্বয়াংশে পদ গৃহীত সংকেত হয়, তবে পদ প্রথমত শুদ্ধ অন্বয়াংশেব অভিধায়ক

প্রতিপাদনের জন্য পদ প্রযুক্ত হয় নাই। আর বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত হ'লেও প্রত্যেকটি পদের যে স্বকীয় কোন কার্য নেই এরূপ নয়। বাক্য নিরবয়ব নয়। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের স্বকীয় কার্য আছে, আবার পদগুলি সংহত হ'য়েও সংঘাতের কার্যও করে থাকে। কিন্তু অন্যপদনিরপেক্ষ কেবল একটি পদ প্রযুক্তই হয় না। প্রযুক্ত হ'লেও কোন কার্য করতে পারে না। পদান্তরের সহিত মিলিত হ'য়েই পদ স্বকীয় ব্যাপার প্রদর্শন করে থাকে।

অন্বিতাভিধানবাদীর মতে, পদসমূহ সংহতভাবেই বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয়। মিলিতভাবে অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বলা হয়। "একার্থঃ পদসমূহো বাক্যম্" - এই হ'ল অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত। এই কারণে অর্থাৎ একটি বাক্যের অবয়ব পদগুলির পৃথকভাবে স্বকীয় কার্যবিশেষের উপলব্ধি হয় বলে বৈয়াকরণগণ যে বাক্যকে নিরবয়ব বলেন, তা যেমন স্বীকার করা যায় না, তেমনি অভিহিতান্বয়বাদীর মত পদকে শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক বলেও স্বীকার করা যায় না।

অন্বিতাভিধানবাদ

বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তিতে প্রভাকর অনুগামী মীমাংসকগণ অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করেন না। তাঁরা অন্বিতাভিধানবাদী। প্রভাকর-সম্মত অন্বিতাভিধানবাদ দুইভাগে বিভক্ত - কার্যান্বিত স্বার্থাভিধানবাদ ও ইতরান্বিত স্বার্থাভিধানবাদ। প্রভাকর-অনুগামী আচার্যগণের অর্থাৎ প্রাভাকর মীমাংসকগণের মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল এই যে - পদমাত্রই কার্যান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হয়। অন্য মতবাদীগণ তাতে বহুবিধ আপত্তি দেখান। ফলে পরবর্তীকালে তাঁর পদমাত্রই ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হয় - এই অভিমত উপস্থাপিত করেন। তবে একটু ভাবলেই বোঝা যায়, কার্যান্বিত স্বার্থের অভিধানকে ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অন্বিতাভিধানবাদিগণ পদের দু'প্রকার শক্তি স্বীকার করেন - স্মারিকা শক্তি এবং অভিধারূপা অনুভাবিকা শক্তি। বাক্যার্থের জ্ঞানের উৎপত্তিতে এই দুইপ্রকার শক্তিরই ভূমিকা থাকে। তাঁরা শব্দার্থবোধে অব্যুৎপন্ন বালকের বৃদ্ধব্যবহার দর্শনের দ্বারা প্রাথমিক শাব্দজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।

দেবদত্ত (প্রযোজক বৃদ্ধ) তার বয়স্ক পুত্র যজ্ঞদত্তকে (প্রযোজ্য বৃদ্ধ) বলল - 'গোরু আন'। তা শুনে যজ্ঞদত্ত গল-কম্বলাদিবিশিষ্ট একটি প্রাণীকে আনল। নিকটে বসে থাকা বালক দেবদত্ত -উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ ও যজ্ঞদত্তের ব্যবহার লক্ষ্য করে জানল - 'গোরু আন' - এই বাক্যের অর্থ - এইরূপ গলকম্বলাদিবিশিষ্ট একটি প্রাণীকে আনা। তারপর দেবদত্ত বলল - 'অশ্ব আন'। যজ্ঞদত্ত অশ্বরূপ প্রাণীটিকে আনল। তখন বালকটি জানল - 'অশ্ব আন'- এই বাক্যের অর্থ অবিভক্ত খুরযুক্ত একপ্রকার প্রাণীকে আনা। এরফলে বালকটি গোরু ও অশ্ব

পদার্থের ভেদজ্ঞান ও আনয়ন-পদার্থের অভেদজ্ঞান হ'ল। এইরূপে 'নীলঘট আন', 'রক্ত ঘট নিয়ে যাও' ইত্যাদি দেবদত্তের বাক্য শুনে এবং তদনুযায়ী যজ্ঞদত্তের ব্যবহার দেখে বালকটি ঘট প্রভৃতি পদের অর্থ 'নীল প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত ঘট' এবং নীল প্রভৃতি পদের দ্বারা 'ঘট প্রভৃতির সহিত অন্বিত নীলতা' - ইত্যাদি রূপে ইতরপদার্থের দ্বারা অন্বিতরূপেই অর্থবোধ করে। এইপ্রকারে বারংবার বৃদ্ধব্যবহার দর্শন করে সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত বা ইতরপদার্থান্বিতভাবেই প্রথমত বালকের শব্দশক্তির জ্ঞান হয়। অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞানে ইচ্ছুক বালক এইরূপ নির্ণয় করে যে - ঘট-পট প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কোনপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা, অথবা ইতরপদার্থের দ্বারা অন্বিত ঘট-পট প্রভৃতি বস্তুর বোধক। আর 'আন' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ঘট-পট প্রভৃতি কোন সিদ্ধবস্তুর দ্বারা অন্বিত আনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়ারই বোধক। কিন্তু ঘট-পট প্রভৃতি পদসকল কেবল ঘট-পট প্রভৃতি পদার্থের বোধক নয় এবং 'আন' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ কেবল ক্রিয়ার বোধক নয়। এইপ্রকারে শব্দের প্রাথমিক শক্তিজ্ঞানকালে স্মারিকা শক্তি ও অনুভাবিকা শক্তির জ্ঞান অপৃথক ভাবেই হ'য়ে থাকে - এই দুই শক্তিলভ্য জ্ঞানকে পৃথকভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দের শক্তিগ্রহের পরে - পরবর্তীকালে সেই বালক যখন 'ঘট আন', 'নীল ঘট' ইত্যাদি বাক্য শোনে, তখন ঘট প্রভৃতি পদে থাকা স্মারিকাশক্তির প্রভাবে প্রথমত তার সামান্যভাব ক্রিয়ান্বিত বা ইতরপদার্থান্বিত ঘট প্রভৃতির স্মরণ হয়। এইটিই পদে থাকা স্মারিকাশক্তির কার্য। তারপর পূর্বে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা গৃহীত পদে থাকা অনুভাবিকা শক্তির প্রভাবে সেইকালে শ্রুত আনয়ন প্রভৃতি বিশেষ ক্রিয়ান্বিতভাবে, বা নীল প্রভৃতি বিশেষ ক্রিয়ান্বিতভাবে, বা নীল প্রভৃতি বিশেষ পদার্থান্বিতভাবে ঘট প্রভৃতি ও নীল প্রভৃতি পদার্থের বিশেষ্য ও বিশেষণভাবে পরস্পর অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থের জ্ঞান সম্পন্ন হয়। এইটি হ'ল পদে থাকা অনুভাবিকা শক্তির কার্য। অন্বিতাভিধানবাদে পদে থাকা এই উভয়প্রকার শক্তির প্রভাবে এইপ্রকারে বাক্যার্থের জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তিতে শব্দের শক্তিগ্রহের এই যে প্রক্রিয়া তা অন্বিতাভিধানবাদ বা ইতরান্বিতাভিধানবাদ এবং কার্যান্বিতাভিধানবাদ বা ক্রিয়ান্বিতাভিধানবাদ - উভয়ক্ষেত্রেই সমান। তবে প্রভেদমাত্র এইটুকু যে অন্বিতাভিধানবাদ বা ইতরান্বিতাভিধানবাদে ক্রিয়া বা ক্রিয়াতিরিক্ত পদার্থের সহিত অন্বিত হয়ে শব্দের শক্তিজ্ঞান হয়। আর কার্যান্বিতাভিধানবাদ বা ক্রিয়ান্বিতাভিধানবাদে কেবলমাত্র ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হ'য়েই শব্দের শক্তিজ্ঞান হয়। এই কারণে কার্যান্বিতাভিধানবাদে কোন বাক্যে লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ না থাকলে ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি হ'তে পারে না। তাই সেইসব ক্ষেত্রে লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি বিধায়ক ক্রিয়াপদের অধ্যাহারের দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান সম্পন্ন হয়। এইভাবে কার্যান্বিতাভিধানবাদে ক্রিয়াপ্রতিপাদক রূপেই বাক্যার্থের জ্ঞান সম্পন্ন হয় বলেই প্রাভাকরমীমাংসকমতে সমগ্র বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক হয়।

গোরু পদটি শুক্ল গোরুর বোধক হয়, 'যাচ্ছে' পদের সন্নিধান প্রযুক্ত গোরু পদটি গমনক্রিয়ার সহিত অন্বিত গোরুর বোধক হয়।

অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, পদান্তরের সন্নিধানপ্রযুক্ত হ'য়ে যদি পদ নিয়ত গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত নিজ অর্থের বোধক হয় তবে দুটি প্রশ্ন ওঠে: পদ কি স্বরূপত পদান্তরের সান্নিধ্য প্রযুক্ত হ'য়ে নিয়ত গুণ প্রভৃতির অন্বয়ের নিয়ামক হয় ? নাকি সন্নিহিত পদ নিজ অর্থ প্রতিপাদন দ্বারা ঐ নিয়মের হেতু হয় ? যদি পদান্তরের স্বরূপত সান্নিধ্য মাত্রকেই ঐ নিয়মের হেতু বলা হয়, তবে তা অসঙ্গত হবে। কারণ অর্থের উপস্থাপন না ক'রে পদের স্বরূপত সান্নিধ্য অর্থ বিশেষ্যের জ্ঞানের নিয়ামক হ'তে পারেনা। অর্থের অনুপস্থাপক পদের সন্নিধান অসন্নিধানেরই সমান। বরং দ্বিতীয় বিকল্পটিও যুক্তিযুক্ত হবে। অর্থ বিশেষ প্রতিপাদন দ্বারাই সন্নিহিত পদান্তর, পদের নিয়ত গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত নিজ অর্থের প্রতিপাদনের সহায়ক হবে। আর একথা স্বীকার করলে অভিহিতান্বয়বাদই স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ পদান্তর দ্বারা অভিহিত অর্থের অন্বয়ই স্বীকার করতে হয়। সুতরাং বাক্যার্থজ্ঞানে অভিহিতান্বয়বাদই যুক্তিযুক্ত মতবাদ। বাক্যের অঙ্গ হিশাবে প্রত্যেকটি পদ থেকে অভিহিত অর্থগুলি আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও অসত্তি-বশত পরস্পর অন্বিত হ'য়ে থাকে। এই কারণে বাক্যার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থগুলিরই অন্বয় হয় - এ কথাই স্বীকার করা উচিত। এই অভিহিতান্বয়ের কথাই মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাক্যের ঘটক পদগুলি নিজ নিজ অর্থ অভিধান করে নিবৃত্তব্যাপার হ'লে পরে সেই অভিহিত অর্থগুলিই বাক্যার্থের প্রতিপাদন করে থাকে। (পদানি স্বংস্বম্ অর্থম্ অভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীম্ অর্থাবগতা বাক্যার্থং গময়ন্তি। - শাবরভাষ্য, জৈমিনিসূত্র ১/১/৫)।

অভিহিতান্বয়বাদীর আর একটি সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে — আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসত্তি এই সকল সহকারী কারণবশত পদ সকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই পদার্থসকলের পরস্পর স্বন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। পদার্থসকলের পরস্পরের লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করার হেতু এই - 'তুমি' 'ঘট আন' ইত্যাদি পদে যে অভিধারূপ শক্তি থাকে, তা পদার্থসকলের বিশৃঙ্খলভাবে অনুভব করিয়ে বিনষ্ট হয়, পদার্থসকলের অন্বয়বোধ করাবার জন্য তারপর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর সেইরূপ অন্বয়বোধ করাবার জন্য কোন পদও সেই বাক্যটিতে নেই। অথচ একথা অনুভবসিদ্ধ যে পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সকলের হ'য়ে থাকে। সুতরাং যেহেতু পদসকলের শক্তিবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের অন্বয়বোধ অনুপপন্ন হয়, সেহেতু স্বীকার করতে হয় যে, পদসকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সিদ্ধ হয়। এ-বিষয়ে চিৎসুখী গ্রন্থে কুমারিলের একটি উক্তি উল্লিখিত আছে। ঐ উক্তিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের মতে বাক্যঘটক পদসকল বাক্যার্থের বোধজননের প্রতি স্বীয় সামর্থ্যকে পরিত্যাগ করে না, যেহেতু বাক্যার্থ সর্বত্র লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ হয়, এই সিদ্ধান্তই

স্থিতি।' এইভাবে বলা যায় অভিহিতান্বয়বাদে পদে পদার্থবোধশক্তি থাকলেও বাক্যে বাক্যার্থবোধশক্তি নেই - তা লক্ষণাবৃত্তিলভ্যই হয়।

অন্বিতাবিধানবাদী অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন— অর্থবিশেষে শব্দ-বিশেষের ব্যুৎপত্তিগ্রহ বৃদ্ধব্যবহার থেকে হ'য়ে থাকে। এস্থলে গৃহীত-ব্যুৎপত্তিক পুরুষকে 'বৃদ্ধ' শব্দদ্বারা বলা হ'য়েছে। বৃদ্ধব্যবহার বাক্য দ্বারাই হয়, পদদ্বারা হয় না। উত্তম বৃদ্ধ বক্তার বাক্য শ্রবণ করেই মধ্যম বৃদ্ধ শ্রোতা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। কেবল পদমাত্র শ্রবণ করে শ্রোতা ব্যবহার করতে পারে না। ব্যবহার নিষ্পত্তির জন্য কেউই পদমাত্র ব্যবহার করে না। আর পদসমূহ মিলিতভাবেই সংহত অর্থের অর্থাৎ নানা বিশেষণ-বিশিষ্ট একটি অর্থের বোধক হ'য়ে থাকে। যেমন পাকাদি ক্রিয়ার করণ কাষ্ঠ, বহ্নি, স্থালী ইত্যাদি মিলিতভাবে পাকক্রিয়ার জনক হয়। যেমন শিবিকাবাহকগণ মিলিতভাবে শিবিকা বহন করে। তিনখণ্ড প্রস্তর যথাস্থানে বিন্যস্ত হ'য়ে মিলিতভাবে স্থালী ধারণ করে। সেইরূপ একটি বাক্যের ঘটক সমস্ত পদ মিলিতভাবে বাক্যার্থের বোধক হয়। অভিহিতান্বয়বাদীর মত অনুযায়ী যদি বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ যদি অন্য অর্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের বোধক হ'ত, তবে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ থেকে বাক্যার্থের জ্ঞান হ'তে পারত না। পদ পদার্থমাত্র প্রতিপাদনেই পর্যবসিত হ'ত - পদসমূহ থেকে বাক্যার্থের প্রতীতি হ'তে পারত না।

যদি বলা যায়, বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদই যদি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয়, তবে বাক্যের অন্তর্গত একটি পদ থেকেই সমগ্র বাক্যার্থের জ্ঞান হচ্ছে বলে পদান্তরের উচ্চারণ ব্যর্থ হ'য়ে পড়বে। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, এমন বলা অসঙ্গত। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদেরই সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদনরূপ ব্যাপার আছে। সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদনের ব্যাপারে বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদের ভূমিকা র'য়েছে। বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ আছে বলেই সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতিরূপ ফল নিষ্পন্ন হ'য়ে থাকে। এজন্যই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদেরই সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদন পর্যন্ত ব্যাপার স্বীকার করা হয়। আর তারফলেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের জনক হ'য়ে থাকে। একেই অন্বিতাভিধানবাদী এক একটি পদের কৃৎস্নকারিত্ব বলে থাকেন। প্রদর্শিত কাষ্ঠ প্রভৃতি, শিবিকাবাহক ও প্রস্তরখণ্ডের দৃষ্টান্তের দ্বারা এ-কথাই প্রকাশ করা হ'য়েছে।

অভিহিতান্বয়বাদী বলতে পারেন— পদার্থ-প্রতিপাদনই যদি পদের স্বকীয় কার্য হ'ল, তবে অন্যের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ অর্থই পদার্থ হ'ল। তবে তা আর অন্বিতাভিধানবাদ হ'ল না। অভিহিতান্বয়বাদীর মতেই পদ শুদ্ধ পদার্থের বোধক হ'য়ে থাকে।

কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদী বলবেন— অভিহিতান্বয়বাদীর এই কথা সঙ্গত নয়। অন্য পদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ বস্তুকে পদার্থ বলা যায় না। বাক্যের অন্তর্গত পদটি যে প্রযুক্ত হ'য়েছে, তা পদসঙ্ঘাতরূপ বাক্যের কার্য প্রতিপাদনের জন্যই প্রযুক্ত হ'য়েছে, শুদ্ধ পদার্থমাত্র

বাক্যও অপ্রমাণ হ'ত। বস্তুত পদ ও বাক্য ভিন্ন বস্তু নয়। পদসমূহই বাক্য। অবয়বসমূহ দ্বারা আরব্ধ অবয়বী অবয়ব থেকে ভিন্ন হয় এবং অবয়বসমূহে সমবেত হয়। পদসমূহ দ্বারা কিন্তু বাক্য আরব্ধ হয় না, পদসমূহে বাক্য সমবেতও থাকে না। কিন্তু পদসমূহই বাক্য। এজন্য পদ ও বাক্যের কোন প্রভেদ নেই। ইতর পদার্থের সহিত অনন্বিত অর্থ পদের অর্থ নয়। তা যদি হ'তো তবে পদ অপ্রমাণ হ'য়ে যেত। অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, ইতরপদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থই পদ দ্বারা অভিধীয়মান হ'য়ে থাকে। পদদ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি সহকারে পদার্থের পরস্পর সংসর্গ বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং অভিহিত পদার্থ থেকেই পদার্থের পরস্পর সংসর্গের বোধ হ'য়ে থাকে। এই পদার্থের পরস্পর সংসর্গ পদার্থ নয়, অপদার্থ। লক্ষ্যার্থ যেমন অপদার্থ, বাক্যার্থ ও সেইরূপ অপদার্থ। অভিহিত পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যার্থ।

মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেন — বাক্যাঙ্গ পদগুলি নিজ নিজ অর্থের অভিধান করে নিবৃত্তব্যাপার হয়। শুদ্ধ অর্থের অভিধানপর্যন্তই পদের ব্যাপার। এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হ'লে পদের আর কোন করণীয় থাকে না। বাক্যাঙ্গ পদগুলি নিজ নিজ অর্থ অভিধান করে নিবৃত্তব্যাপার হ'লে পরে সেই অভিহিত অর্থগুলিই বাক্যার্থের জ্ঞান উৎপন্ন করে। শবরস্বামীর এইরূপ উক্তিতে ভাট্ট-মীমাংসকের অভিহিতান্বয়বাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, বাক্যস্থ পদের শুদ্ধ পদার্থেই সঙ্কেত গৃহীত হয়, ইতরান্বিত অর্থে সংকেত গৃহীত হয় না। পদার্থ ও বাক্যার্থ অত্যন্ত ভিন্ন । পদার্থ প্রতীতি হ'লে পরে বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। পদার্থ ও বাক্যার্থ এক নয়। শুদ্ধ পদার্থে ব্যুৎপন্ন শব্দ থেকে শুদ্ধ পদার্থ অভিহিত হয় এবং পরে অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ থেকে বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। এই কারণে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যায় না ।

অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, পদের অর্থের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সকল শাস্ত্রবিদ্ স্বীকার করেন। যেমন কোন পদ জাতিবাচক, কোন পদ গুণবাচক, কোন পদ ক্রিয়াবাচক, আবার কোন পদ দ্রব্যবাচক হয়। পদ শুদ্ধ পদার্থেরই অভিধায়ক, ইতরান্বিত পদার্থের অভিধায়ক নয় - এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই পদার্থের এই বিভাগীকরণ রক্ষিত হয়। কেননা যে পদ জাতিবাচক, তা গুণ প্রভৃতির বাচক নয়। যে পদ গুণবাচক তা জাতি প্রভৃতির বাচক নয়। কিন্তু অন্য পদার্থের দ্বারা অন্বিত পদার্থ পদের দ্বারা অভিধীয়মান হয় - একথা বললে কোন্ পদের জাতি অর্থ, অথবা কোন্ পদের গুণ অর্থ - তা কিছুতেই নিরূপিত হ'তে পারে না। এজন্য এই পদটি জাতিবাচক, এই পদটি গুণবাচক - এইরূপ আর অবধারণ হ'তে পারবে না। সুতরাং বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তিতে অন্বিতাভিধানবাদ সঙ্গত মতবাদ নয়। অভিহিতান্বয়বাদই সঙ্গত মতবাদ।

অন্বিতাভিধানবাদী বলতে পারেন, পদের আবাপ ও উদ্বাপ অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেকের

দ্বারা পদের জাতিবাচকত্ব, গুণবাচকত্ব প্রভৃতির অবধারণ হ'তে পারে। বাক্যে যে পদটি আছে ব'লে বাক্যার্থের জ্ঞানে জাতি ভাসমান হয় এবং যে পদটির অভাব আছে বলে বাক্যার্থের জ্ঞানে জাতি ভাসমান হয় না - সেই পদটিই জাতিবাচক - এইরূপই বুঝতে হবে। এইরূপ গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক পদ সম্বন্ধেও বুঝতে হবে।

কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী বলেন — অন্বিতাভিধানবাদীর মতে আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা পদের জাতি প্রভৃতির বাচকতার অবধারণ হ'তে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে প্রত্যেকটি পদই ইতরান্বিত পদের বোধক বলে প্রত্যেকটি পদই কদম্বাকার অর্থের প্রতিপাদক। কদম্বপুষ্প যেমন অগণিত দলসমন্বিত, এইরূপ অন্বিতাভিধানবাদীর কাছেও পদার্থ যোগ্য ইতর সকল পদার্থের সহিত অন্বিত । শুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক বাক্যের অন্তর্গত কোন পদই হ'তে পারে না। এজন্য আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারাও পদের জাতি প্রভৃতির শুদ্ধ অর্থের নিরূপণ হ'তে পারে না। সুতরাং সর্বজনস্বীকৃত পদার্থবিভাগ অন্বিতাভিধানবাদে রক্ষিত হয়না। বস্তুত জাতি প্রভৃতির বাচকরূপে পদের অবধারণ নাহ'লে "গোরুটি আন" এই বাক্য থেকে অশ্ববন্ধনের আদেশও প্রতীত হ'তে পারবে। সুতরাং বাক্যার্থজ্ঞানে জাতি প্রভৃতির বাচকপদের অবধারণ অত্যন্ত অপেক্ষিত। আর এই অবধারণ তখনই সম্ভব হবে, যদি পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হয়। এই জন্যই, অভিহিতান্বয়বাদী মনে করেন পদ শুদ্ধ পদার্থেরই অভিধান করে, ইতরান্বিত পদার্থের অভিধান করে না। মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনির মতে পদের সহিত শুদ্ধপদার্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য (ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ - জৈমিনিসূত্র ১/১/৫)।

অন্বিতাভিধানবাদী পদের দ্বারা ইতরান্বিত পদার্থের অভিধান করেন। এইরূপ হ'লে বাক্যের অন্তর্গত একটি পদই বাক্যার্থের বোধক হবে - বাক্যটির ঘটক অপর পদগুলির উচ্চারণ ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যে কোন একটি পদই যেহেতু তার সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত অন্য পদগুলির অর্থেরও অভিধান করে, সেহেতু যে কোন বাক্যের একটি পদ ছাড়া অন্যান্য পদের উচ্চারণের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না । এইভাবে একটি পদই যাবতীয় পদের দ্বারা অভিধেয় পদার্থের বাচক হ'য়ে পড়ে। ফলে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে একটি পদদ্বারাই সর্ববিধ শাব্দব্যবহার হওয়াই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদীর মত গ্রহণ করলে উচ্চারিত 'গোরু' পদটি সর্বপ্রকার গুণক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত গোরু পদার্থটির বোধক হবে । সেক্ষেত্রে কি করে বোঝা যাবে যে গোরু পদার্থটিকে গ্রহণ করতে হবে ? নাকি অপসারণ করতে হবে ? বা শুক্ল গোরুকে গ্রহণ করতে হবে ? নাকি কৃষ্ণ গোরুকে অপসারণ করতে হবে ? বস্তুত সর্বপ্রকার গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর জ্ঞান বস্তুটির কোনপ্রকার জ্ঞান না হওয়ারই সমান।

অন্বিতাভিধানবাদী বলতে পারেন— গোরু - পদটি যে গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা অন্বিত নিজ অর্থের বোধক হয়, তার কারণ পদান্তরের সন্নিধান। 'শুক্ল' পদের সন্নিধান-প্রযুক্ত

Philosophy (Hons)
Sem-II
CC-3
Indian Philosophy

অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ

বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার বাক্যার্থজ্ঞান হয়। বাক্য হ'ল পদের সমষ্টি। প্রতিটি পদের শক্তি বা লক্ষণালভ্য অর্থ আছে। ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির প্রসঙ্গে একটি সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে। সমস্যাটি হ'ল : বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের পৃথক পৃথক অর্থের সম্বন্ধ থেকে কি বাক্যার্থের জ্ঞান হয় ? নাকি সম্বন্ধযুক্ত হিশাবে বাক্যের পদসমষ্টি থেকেই বাক্যার্থের জ্ঞান হয় ? এইরূপ সমস্যার বিচার করতে গিয়ে বাক্যার্থনিরূপণের দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। একটি হ'ল অভিহিতান্বয়বাদ, অপরটি হ'ল অন্বিতাভিধানবাদ। দুইটি মতবাদই দুই মীমাংসা সম্প্রদায়ের। অভিহিতান্বয়বাদ ভাট্ট-মীমাংসা সম্প্রদায়ের মতবাদ, অন্বিতাভিধানবাদ প্রাভাকর মীমাংসা সম্প্রদায়ের মতবাদ। ভাট্ট-মীমাংসক বলেন— বাক্যের অঙ্গ হিসাবে পদগুলি প্রথমে শ্রোতাকে তাদের পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন অর্থের জ্ঞান দেয়। পরে এই অর্থগুলিই আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির নিয়ম অনুসারে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর এর থেকেই সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থের জ্ঞান হয়। এই মতবাদকে অভিহিতান্বয়বাদ বলা হয়, কারণ এই মতবাদে বলা হয় যে বাক্যার্থজ্ঞানের জন্য বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির দ্বারা অভিহিত অর্থের অন্বয় বা সম্বন্ধই আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে প্রাভাকর মীমাংসক বলেন— যেহেতু বাক্যই স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধ নির্ভর — সেহেতু যে কোন বাক্যই তার অন্তর্গত পদগুলির সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। পদগুলির এই সম্বন্ধ বা অন্বয় তাদের অর্থগুলির মিলন ঘটায়। সুতরাং বাক্যার্থের অন্বয়, যার থেকে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় স্বভাবতই বাক্যের অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত পদগুলির দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই মতবাদকে অন্বিতাভিধানবাদ বলা হয় এই জন্য যে এখানে বাক্যের পদগুলি অন্বিত হ'য়েই বাক্যার্থ এবং প্রতিটি পদের অর্থ অভিধান করে বা জানিয়ে দেয়।

অভিহিতান্বয়বাদ

বাক্যার্থের জ্ঞান কিভাবে উৎপন্ন হয় - এ বিষয়ে নানা বিতর্ক আছে। অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, অন্বিত পদার্থই পদদ্বারা অভিধীয়মান হ'য়ে থাকে। অন্বয় বলতে পদার্থের পরস্পর সংসর্গ বা সম্বন্ধ বোঝায়। অন্বিত পদার্থ বলতে বোঝায় ইতর বা অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ। ইতর পদার্থের সহিত অসম্বন্ধ পদার্থের অভিধান পদ করে না। পদ, ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত পদার্থের অভিধান করে বলে মতটি অন্বিতাভিধানবাদ নামে পরিচিত । পদ যদি কেবল পদার্থের প্রতিপাদক হ'ত, তবে পদ শব্দপ্রমাণ হ'তে পারত না । পদ অপ্রমাণ হ'লে

কিন্তু ঘটের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, অনুপলব্ধি হয়;
কাজেই ভূতলে ঘটাভাব আছে।'

স্পষ্টতই, **অভাবের প্রতিযোগীর (এখানে ঘটের) উপলব্ধির অনুকূল শর্তগুলি থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগীর (এখানে ঘটের) যে অনুপলব্ধি তাকেই ভাট্ট মীমাংসকগণ 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলেছেন।** উপরোক্ত স্থলে ঘট পদার্থের (ঘটাভাবের প্রতিযোগীর) উপলব্ধির যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যে অনুকূল পরিবেশে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেসব উপস্থিত আছে—যদিও ঘটের উপলব্ধি হয় না, অনুপলব্ধি হয়। ভাট্টমতে, (এখানে ঘটের) **প্রতিযোগীর সঙ্গে অভাবের সন্নিকর্ষ ব্যতীত (ঘট না থাকলে ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হতে পারে না), প্রতিযোগীর উপলব্ধির অন্যান্য অনুকূল অবস্থার বিদ্যমানতাই হচ্ছে অনুপলব্ধির যোগ্যতা।** ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান হওয়া কালে সেখানে প্রতিযোগী ঘট উপলব্ধ না হলেও এবং ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হলেও, প্রতিযোগী ঘট প্রত্যক্ষের অনুকূল অপরাপর শর্তগুলি উপস্থিত আছে, যথা—চক্ষুরুন্মীলন, চক্ষু-মনঃ-সংযোগ, আলোক সংযোগ ইত্যাদি। এসব অনুকূল শর্ত-সমাবেশই হচ্ছে ঘটের অনুপলব্ধির যোগ্যতা। এ প্রকার যোগ্যানুপলব্ধি থেকেই অভাবের জ্ঞান হয়, কেবল অনুপলব্ধি থেকে নয়। অন্ধকার ঘরে ঘটের অনুপলব্ধি থেকে ঘটাভাবের জ্ঞান হয় না, কেননা সেই অনুপলব্ধি যোগ্য-অনুপলব্ধি নয়। **ভাট্ট মীমাংসকগণ 'অনুপলব্ধি' অর্থে 'যোগ্যানুপলব্ধিকেই' অভাবজ্ঞান-গ্রাহক প্রমাণ বলেছেন।**

সমালোচনা (Criticism) :

নৈয়ায়িকগণ অভাবজ্ঞানে অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না, যদিও তাঁরা অভাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির কার্যকারিতা স্বীকার করেন। ন্যায়মতে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেই অভাবজ্ঞানের ব্যাখ্যা সম্ভব। যে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। ভূতলে ঘটের অস্তিত্ব যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, ভূতলে ঘটের অভাবও তেমনি ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা যায়। চক্ষুরুন্মীলন না করে যেমন বলা যায় না 'এই ভূতলে ঘট আছে', তেমনি চক্ষুরুন্মীলন না করে বলা যায় না 'এই ভূতলে ঘট নেই অর্থাৎ ঘটাভাব আছে।' ন্যায়মতে, অভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষটি হল 'বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব।' 'এই ভূতল ঘটের অভাববিশিষ্ট এমন জ্ঞানে ভূতল হচ্ছে 'বিশেষ্য' এবং ঘটাভাব 'বিশেষণ'। ভূতলের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ-সন্নিকর্ষ হওয়ার ফলে ভূতলের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি ভূতলের বিশেষণ ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। এখানে অভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হলেও পরম্পরা সম্বন্ধ হয়—অভাবের অধিকরণের সঙ্গে (ভূতলের সঙ্গে) ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ফলে সেই অধিকরণের বিশেষণরূপ অভাবের সঙ্গে পরম্পরা সম্বন্ধ হয়। সেই পরম্পরা সম্বন্ধই হচ্ছে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব। অবশ্য, ন্যায়-বৈশেষিকগণও অভাবের জ্ঞানে অনুপলব্ধিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন না এবং তাঁরাও 'অনুপলব্ধি' বলতে 'যোগ্য-অনুপলব্ধিকেই' উল্লেখ করেন। তবে, ন্যায়সম্প্রদায় অনুপলব্ধিকে অভাবজ্ঞানের একমাত্র কারণ না বলে 'সহকারী কারণ' বলেন। কাজেই, ন্যায় মতে অভাবজ্ঞানে অনুপলব্ধি কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই অভাবজ্ঞানের ব্যাখ্যা সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে অভাবজ্ঞানের গ্রাহক অনুমান-প্রমাণও হতে পারে।

প্রাভাকরপন্থীরাও অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না, কেননা প্রাভাকর মতে অভাব অভিন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম ইত্যাদি পদার্থের ন্যায় অভাব কোন পদার্থ নয়। **অভাব তার অধিকরণের অতিরিক্ত কিছু নয়।** ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষকালে কেবল ভূতলেরই প্রত্যক্ষ হয়, অভাবের নয়—কেননা

...আকারে অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষণের এই জ্ঞান সবিকল্পক, ...
...জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় (বিষয় না থাকলে জ্ঞান হয় না) প্রকাশিত হয়। কাজেই, ...
...জ্ঞানের উৎপত্তির মূলে হল 'ব্যবসায়-কে' (প্রাথমিক বিষয়বোধ) ...
...অনুব্যবসায়। আত্মমনঃসংযোগাদির দ্বারা প্রথমক্ষণে যে বোধ উৎপন্ন হয়, ...